মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৫৬৩

পর্ব-২৮: সৃষ্টির সূচনা ও কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা (كتاب أَحْوَال الْقِيَامَة وبدء الْخلق)

পরিচ্ছেদঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ - হিসাব-নিকাশ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের বর্ণনা

اَلْفصْلُ الثَّالِثُ (باب الحساب و القصاص و الميزان)

আরবী

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَنْ يَقْوَى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لربِّ الْعَالمين) ؟ فَقَالَ: «يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ»

حسن ، رواه البيهقی فی البعث و النشور (لم اجده ، شعب الایمان 1 / 324قبل ح 362 تعلیقًا) و ابن حبان (الاحسان : 729 / 7334 و سندہ حسن) * شیخ دراج : (مبھم وھو) ابو الھیثم ولہ شاھد حسن فی شعب الایمان (362 ، نسخۃ محققۃ : 356) ولم یذکر الآیۃ ، فیہ نعیم بن حماد حسن الحدیث

বাংলা

৫৫৬৩-[১৫] আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কাছে এসে বললেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ যেদিন সম্পর্কে বলেছেন, সেদিন সকল মানুষ উভয় জাহানের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে। আমাকে বলুন! কোন লোকের সেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর সাধ্য হবে। তখন তিনি (সা.) বললেন, সেদিন (-এর ভয়াবহতা) ঈমানদারের জন্য খুবই হালকা করা হবে। এমনকি ঐ দিন তার জন্য একটি ফরয সালাত (আদায়ের সময়ের) ন্যায় হবে।

ফুটনোট

আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: হাদীসটির সনদ আমি পাইনি, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/১৭; শু'আবূল ঈমান-এ সনদ ছাড়া ১/৩২৪ পৃ.।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (من يَقْوَى) অর্থ (من يقدر)কে সক্ষম হবে। (عَلَى الْقِيَامِ) অর্থ আল্লাহর সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়াতে। (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لربِّ الْعَالمين) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এটা (لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) এর পরিবর্তে। অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা প্রকাশ করবেন ও প্রতাপশালীদের ওপর তার ক্ষমতার কর্তৃত্ব প্রকাশ করবেন। বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু উমার (রাঃ) এ সূরাটি পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لربِّ الْعَالمين) পর্যন্ত পৌছতেন তখন তিনি কেঁদে ফেলতেন এবং এরপর তিনি পড়তে পারতেন না। (عَلَ الْمُؤْمِنِ) অর্থাৎ পূর্ণ মু’মিন অথবা সালাত আদায়কারীদের ওপর। (عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ) অর্থাৎ ফরয সালাত আদায়ের সমপরিমাণ অথবা ফরয সালাতের ওয়াক্তের সমপরিমাণ। স্পষ্ট কথা হলো মু'মিনদের বিভিন্ন অবস্থাভেদে সেটার সময় বিভিন্ন রকম হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85541

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন